দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ...3.1 DEC 1995...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ভর্তিচ্ছুদের চাপ কমাতে

রাজধানীর বেশ কিছু স্কুল কলেজ হচ্ছে

রাজধানীতে কলেজ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু বাড়ছে না কলেজের সংখ্যা। সরকার ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের চাপ মোকাবিলার জন্য রাজধানীর স্কুলগুলোকে কলেজ এবং পুরনো কলেজগুলোকে আরও উন্নত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই উদ্যোগ সংক্রান্ত খবরই ছাপা হচ্ছে বর্তমান প্রতিবেদনে।

জসিম রায়হান

রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়

ঢাকার শেরেবাংলা নগর এলাকার স্কুল রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯৪৮ সালে স্কুলটির নাম ছিল তেজগাঁও মিডল ইংলিশ স্কুল। এরপর ১৯৬৫ সালে এর নামকরণ হয় ঢাকা ফার্ম ইসলামিয়া

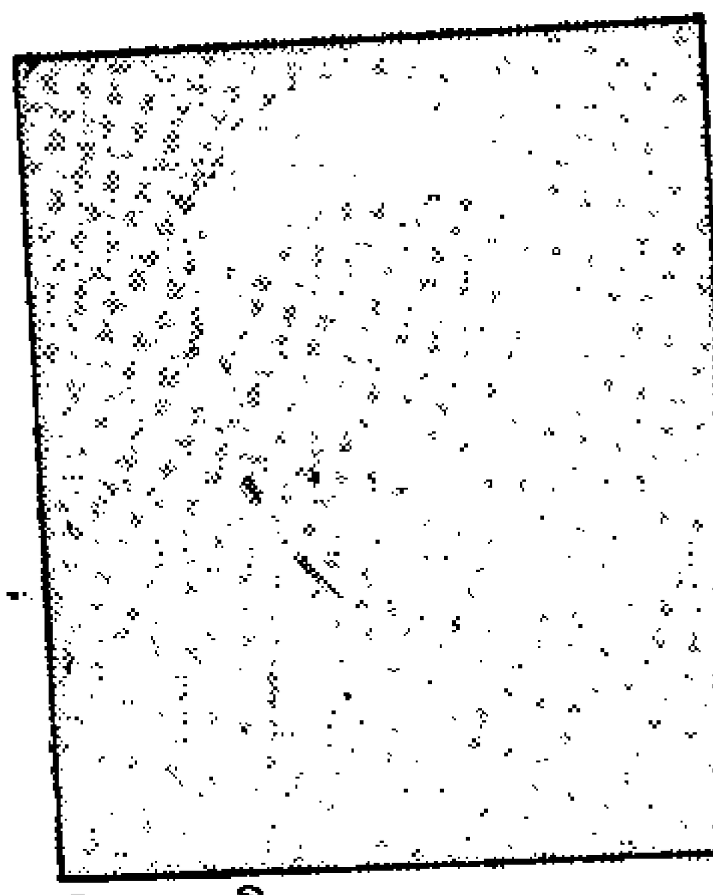

দিলদার আলী

মডেল হাই স্কুল। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৩ সালে পুনরায় স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয় রাখা হয়। ১৯৭৬ সালে এটি হাই স্কুল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্রান্তে মানিক মিয়া এভিনিউর সুবিস্তৃত রাস্তা ঘেঁষে এক একর ছয় শতাংশ নিজস্ব জমির ওপর ইংরেজী এল প্যাটার্নে একতলা ভবনে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত। স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ টি আহমেদ। বর্তমানে স্কুলটিতে প্রভাতী ও দিবা শাখায় মোট ৭৫০ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য রয়েছেন মোট ২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।

স্কুলটির ব্যবস্থাপনা বর্তমানে একটি নির্বাচিত নিয়মিত কমিটির হাতে ন্যস্ত। নির্বাচিত কমিটি স্কুলটি পরিচালনা শুরু করার পরই এতে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ শুরু হয়। স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৫০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫০-এ উন্নীত হয়। ফলাফলেও আসে ব্যাপক পরিবর্তন। গত ১৯৯০ সালে স্কুলের পাসের হার ছিল ৮৯.১৯%, ১৯৯১ সালে ৯৬.১০%, ১৯৯ সালে ১০০%, ১৯৯৩ সালে ৯৬.৫৫% ১৯৯৪ সালে ৯৬% এবং ১৯৯৫ সালে পাসের হার ৯৩.৭৫%।

বর্তমান নির্বাহী কার্যকরী কমিটির সদস্য স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, বিশিষ্ট বিদ্যানুরাগী ও সমাজ সেবক মোঃ দিলদার আলীর আপ্রাণ চেষ্টায় স্কুলটিতে বর্তমানে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তবায়িত হচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, অতি সম্প্রতি স্কুলটিতে নতুন ৭টি শ্রেণীকক্ষ নির্মিত হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় রয়েছে বর্তমান লাইব্রেরীর সম্প্রসারণ, মসজিদ নির্মাণ, বিজ্ঞানাগারের সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদি।

সরকারের অনুদান এবং স্কুলের নিজস্ব তহবিলের অর্থের ভিত্তিতে স্কুলের দোতলার নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। দোতলায় সরকারের নির্দেশ মোতাবেক কলেজ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। আগামী ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি শুরু হবে।

স্কুল কমিটির সদস্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মোঃ দিলদার আলী এক প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, ১৯৬৭ সালে প্রথমবারের মতো স্কুলটির এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেই থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এই স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই সন্তোষজনক। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় স্কুলটি একদিন চূড়ান্ত সাফল্যের মুখ দেখবে এবং প্রস্তাবিত কলেজটি এদেশের সুযোগ্য নাগরিক তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এলাকাবাসীরও ধারণা, এটি কলেজে উন্নীত হলে স্থানীয়দের অনেক দিনের একটা সমস্যার সমাধান হবে।

মেহেরুন্নেসা গার্লস স্কুল ও কলেজ

মহা নগরীর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হাতিরপুলের ৫০/১ নর্থ সার্কুলার রোডে ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মেহেরুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। প্রায় তিন বিঘা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটি দীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। স্কুলটি কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে গত বছর। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কলা ও বাণিজ্য শাখায় পাঠদান চলছে। প্রথম বারের মতো এ কলেজের ছাত্রীরা এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে ১৯৯৬ সালে। বর্তমানে কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োজিত রয়েছেন বিশিষ্ট লোকসাহিত্য গবেষক- লেখক ডঃ মোমেন চৌধুরী। তিনি জানান, আগামী বছরের মধ্যে বিজ্ঞান শাখা এবং ডিগ্রী খোলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।

মেহেরুন্নেসা স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি মরমীকবি-গীতিকার সাবির আহমেদ চৌধুরী জানান, ১৯৬৪ সালে মেহেরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় ও ধানমন্ডী বয়েজ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি এই এলাকার ঘনবসতির কথা বিবেচনা করে। তখন এই বিস্তীর্ণ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বড় অভাব ছিল। সে অভাব মোচন হয়েছে দু'টি স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। জনাব চৌধুরী বলেন, কলেজ চালুর ফলে নগরীর ভর্তি সঙ্কট মোচনে কিছুটা হলেও আমরা ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছি। এলাকাবাসীও অত্যন্ত আনন্দিত এবং তারা আমাদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করছেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, বড় সঙ্কটের মধ্য দিয়ে এগুতে হচ্ছে। কারণ কলেজটি সরকারী অনুমোদন পেয়েছে বটে, কিন্তু শিক্ষক বেনিফিট এখনও সরকার দেয়নি। ফলে পুরো বেতনই পকেট থেকে দিতে হচ্ছে। উল্লেখ্য বর্তমানে স্কুল শাখায় ২৩ জন এবং কলেজ শাখায় ১৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। জনাব চৌধুরী আশা প্রকাশ করেন যে, বেসরকারী উদ্যোগে যদি এ ভাবে নগরীতে কলেজ প্রতিষ্ঠায় সচ্ছল ব্যক্তিগণ এগিয়ে আসেন এবং সরকার যথাযথ সহায়তা দেন, তাহলে নগরীতে কলেজে ভর্তি সঙ্কট অনেকটাই কমে আসবে।

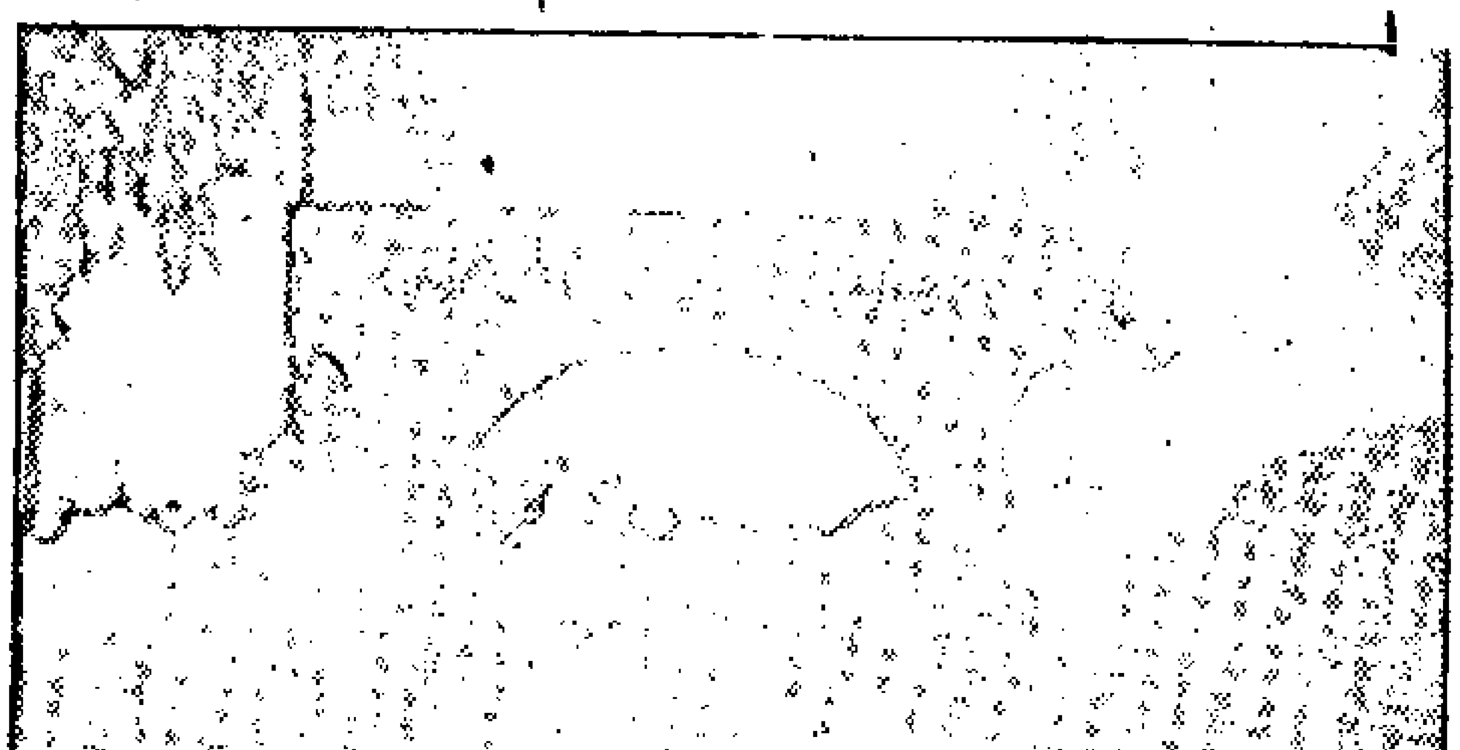

রাজধানীর স্কুল কলেজ হলে অনেক সমস্যা মিটবে

শাহনূরী মডেল হাই স্কুল

শাহনূরী মডেল হাই স্কুল বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ সুলতানুল আরেফিন বুরহানুল আশেকিন হযরত মাওলানা শাহনূরী সাহেবের নামানুসারে ১৯৬৫ সালে মগবাজার নয়াটোলা শাহ সাহেব বাড়ি এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটির এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল খুবই ভাল। এই স্কুল থেকে ১৯৮৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ৩য় স্থান এবং ১৯৯৪ সালে ২০তম স্থান অধিকার করেছে।

স্কুলটি ১ কিলোমিটার ব্যবধানে অবস্থিত ২টি আলাদা ভবনে বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। তবে বর্তমানে শাহনূরী মডেল হাই স্কুল যে জায়গায় রয়েছে সেটি ১৯৭২ সালে বরাদ্দ দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরবর্তী পর্যায়ে বালক শাখার জন্য একটি পরিত্যক্ত বাড়ি বরাদ্দ দেন সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি সরকার বাড়িটির মূল্য ধার্য করেন ও বকেয়া ভাড়া ৯টি কিস্তিতে দেবার সুযোগ দেন। ইতোমধ্যে ৯টি বার্ষিক কিস্তি স্কুল কর্তৃপক্ষ পরিশোধ করেছেন। বর্তমান সরকার স্কুলটি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করেছে।

প্রায় ১০০০ ছাত্রছাত্রীর জন্য স্কুলে রয়েছে ৩৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। তবে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শ্রেণীকক্ষের অভাব রয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিসেস খাদিজা খাতুন জানান, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে পারলে স্কুলটি মহানগরীর যে কোন অগ্রসর স্কুলের সমপর্যায়ে পৌঁছবে। স্কুলের সহ-সভাপতি এবং ৫৫নং ওয়ার্ডের কমিশনার এমএ মজিদ স্কুলটির উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করছেন। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত স্কুলটি কলেজে রূপান্তরের সকল প্রারম্ভিক ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। আগামী সেশন থেকেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা যাবে। বালক শাখায় ৫তলা ভবন নির্মিত হলে সেখানেই প্রস্তাবিত কলেজের কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

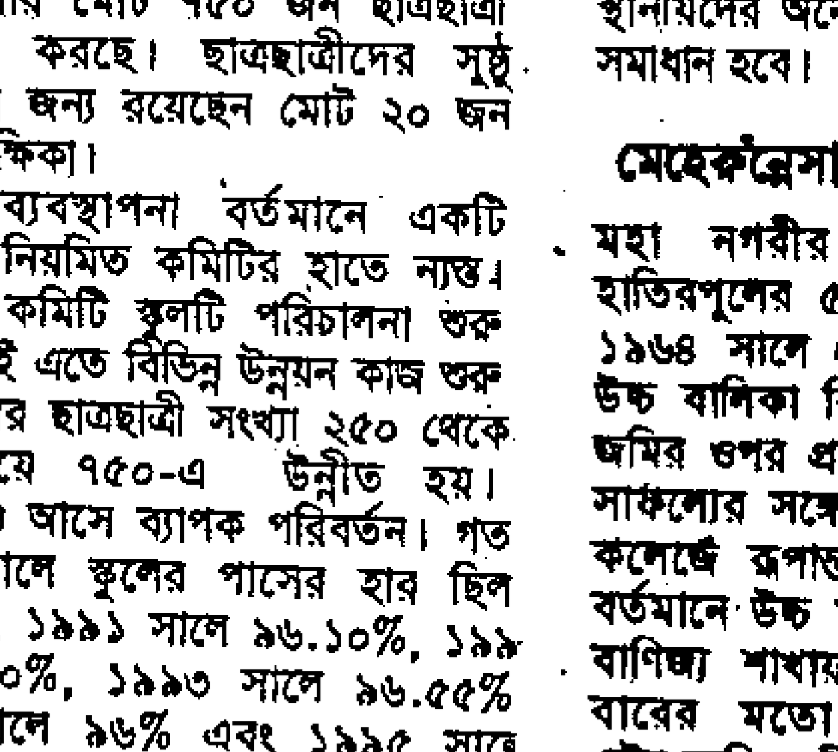

মাসুদুল হক

আহমদ বাওয়ানী একাডেমী

তদানীন্তন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ স্পীকার তমিজউদ্দিন খান ১৯৬২ সালে আহমদ বাওয়ানী একাডেমীর উদ্বোধন করেন। বাওয়ানী গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানীর পিতা আহমদ বাওয়ানীর নাম অনুসারে স্কুলটির নাম রাখা হয়।

স্কুল ভবনটি প্রায় ২ একর জমির ওপর ৪তলা দু'টি আলাদা ভবনে প্রতিষ্ঠিত। এর একদিকে বালক শাখা। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ১১.৪০মিঃ পর্যন্ত এবং ১২টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ২ শিফটে শিশু শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চলে। অন্যদিকে একইভাবে দু'শিফটে বালিকাদের ক্লাস চলে। চারতলায় কলেজ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্কুল পর্যায়ে প্রায় ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী ছাড়াও কলেজে রয়েছে প্রায় ৫০০ ছাত্রী। ১৯৮৫ সাল থেকে স্কুলটিতে কলেজ কার্যক্রম শুরু হয়। স্কুলটিতে ১ জন অধ্যক্ষ, ২জন উপাধ্যক্ষ ছাড়াও রয়েছেন ৮০ জন প্রভাষক /শিক্ষক/শিক্ষিকা। এই স্কুলের ২ জন উপাধ্যক্ষ; যথাক্রমে মাসুদুল হক ও কাজী সিদ্দিকুর রহমান জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক। এর কলেজ শাখা আরও সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাসুদুল হক জানালেন, বর্তমানে চারতলা ভবনের মতো আরও একটি চারতলা ভবন নির্মিত হলেই কেবলমাত্র এই চাপ কমানো সম্ভব। যাতায়াত সমস্যা অত্যন্ত প্রকট বলে এই স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজটি হয়েছে খুবই উপযোগী। এছাড়া পুরনো ঢাকার